ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৯৪৫

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫

মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা ২.০ এবং ১৫ হাজার পরিবারে মেগা গৃহ প্রবেশের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ এলাকার মানুষের উন্নয়ন ঘটিয়ে ঐ অংশের মানুষের মর্যাদা বাড়াতে রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ

রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে। রাজ্যের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হল গ্রামাঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। গ্রামীণ এলাকার মানুষের উন্নয়ন ঘটিয়ে ঐ অংশের মানুষের মর্যাদা বাড়াতে রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আজ প্রজ্ঞাভবনে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা ২.০ এবং ১৫ হাজার পরিবারে মেগা গৃহ প্রবেশের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১৫ হাজার পরিবারের একই সঙ্গে পাকা গৃহে প্রবেশ রাজ্যের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধ যোজনাগুলির সুফল দ্রুত গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। ফলে গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক বিকাশ ঘটিয়ে তাদের সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাদের আরও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার সূচনা করা হয়েছে। এই যোজনাটি গ্রামের মানুষের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত কয়েক বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রাজ্যের ৩ লক্ষ ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সহ নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ভাল কাজের জন্য সারা দেশের মধ্যে রাজ্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও নানা প্রকল্প রূপায়ণে ভাল কাজের জন্য ৭টি পুরস্কার পেয়েছে। তাতে আত্মতুষ্টিরও কোন অবকাশ নেই। সুশাসন ও উন্নত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সারা দেশে এক প্রশংসনীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে প্রশাসন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। ব্লক স্তরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ভাল কাজের জন্য রইস্যাবাড়ি ব্লক, করবুক ব্লক, তেলিয়ামুড়া ব্লক, কলাছড়া ব্লক, মোহনভোগ ব্লক, জোলাইবাড়ি ব্লক, চন্ডীপুর ব্লক ও লেফুঙ্গা ব্লককে পুরস্কৃত করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওদের হাতে শংসাপত্র ও ট্রফি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ভাল কাজের জন্য প্রথম স্থান অর্জন করায় উত্তর ত্রিপুরা জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়।

*****২য় পাতায়

এছাড়াও দ্বিতীয় স্থান অর্জনের জন্য ঊনকোটি জেলা ও তৃতীয় স্থান অর্জনের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের হাতে শংসাপত্র ও ট্রফি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, অতিরিক্ত সচিব কুন্তল দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনার উপর একটি পুস্তকের এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নানা প্রকল্পের সাফল্যের তথ্যসম্বলিত পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নানা প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত একটি ফটো গ্যালারিরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

*****